পঞ্চম অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ

রাশিয়া - রাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র

রাশিয়ান সম্রাট "জার" নামে পরিচিত ছিলেন। জারবাদ বলতে রাশিয়ান রাজতন্ত্রকে বোঝায়, যা ঐশ্বরিক অধিকারের ধারণায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র বলতে একটি নির্দিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায়। মার্কস এবং এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ থেকে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

তারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে মানব সভ্যতার বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়ের বিবরণ দিয়েছিলেন। এর চূড়ান্ত তিনটি স্তর ছিল সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র। যারা রাজনীতিতে মার্কসীয় তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করাকে সমর্থন করে তারা বিশ্বাস করে যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধুমাত্র সামন্তবাদের অবসান এবং শিল্পায়ন ও বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশের পরেই গড়ে উঠতে পারে।

তবে, রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিকাশের জন্য অপেক্ষা না করে জারবাদ থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। জারবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রাশিয়ার উত্তরণের কয়েকটি পর্যায় ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন।

জারবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব ঘটেছিল 1905 সালে। তারপর, 1917 সালের মার্চ মাসের বিপ্লবে জারবাদের পতন ঘটে। তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা নিয়ন্ত্রণ দখল করতে পারেনি। সরকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাখ্যায় ছিল যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা মার্চ মাসে ক্ষমতা লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক বলশেভিক দল তখন একই বছরের নভেম্বর মাসের বিপ্লবে ক্ষমতা দখল করে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে।

রুশ বিপ্লব

বিশাল আকার এবং সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ছিল ইউরোপের অন্যতম একটি পিছিয়ে পড়া দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনতে রাশিয়ায় বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছিল। তবে, জাতির অভ্যন্তরে রক্ষণশীল শক্তিগুলি তখন বেশ সক্রিয় ছিল।

ফলস্বরূপ, রাশিয়ান সমাজে, সংস্কারবাদী এবং সংস্কার বিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘাত ছিল। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপ সামলানো সম্ভব ছিল না। সুপরিচিত ইতিহাসবিদ **স্টিফেন জে. লি.**-এর মতে, এর ফলে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটেছিল। তিনি তার 'ইউরোপিয়ান ইতিহাসের দিক' বইয়ে এটি উল্লেখ করেছেন।

রুশ বিপ্লবের সামাজিক কারণ

কৃষকদের দুরবস্থা :

- রাশিয়ানদের অধিকাংশই ছিল কৃষক। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সাহায্যে 1861 সালে দাসপ্রথা বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা সামন্ত প্রভুদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল। ভূমিদাস বিলুপ্ত হলেও কৃষকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি।
- 1861 খ্রিস্টাব্দে সংস্কারের সময়, এই সমস্ত কৃষকদের জমি প্রদান করা হয়েছিল। তারা অবশ্য এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিপূরণের বোঝায় জর্জরিত ছিল। তাদের রাজ্য, জমিদার ও মীরদের বিভিন্ন কর দিতে হতো। মীরদের সম্মতি ছাড়া কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে যেতে পারতনা।
- জমিদারের বদলে তারা মীরদের গোলামে পরিণত হয়। এদিকে, সামন্ত প্রভুদের দ্বারা কৃষকদের **প্রদত্ত** সমস্ত জমি অনুর্বর বা কম উৎপাদনশীল ছিল।

জমিতে বিনিয়োগ করতে এবং কৃষি ব্যবস্থাকে আরও দক্ষতার সাথে চালানোর জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব ছিল।

ফলে তারা গ্রামীণ বিত্তশালী ও ধনী গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কৃষকদের অবস্থানের দ্রুত উন্নতি হয়নি কারণ এই সমস্ত গ্রামীণ জমির মালিকরা নতুন স্বায়ত্তশাসিত কৃষক জমিগুলির নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিল। তাই ১৮৬১ সালের পর কৃষকরা বার বার বিদ্রোহ করতে শুরু করে। কৃষকরা রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায়।

শ্রমিকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ :

- কম মজুরি, একটি অপ্রীতিকর কাজের পরিবেশ এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ শ্রমিকদের রোষ আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। রাশিয়ান শিল্পে বিদেশী অর্থের পরিমাণ 1900 সালে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছিল। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 900 মিলিয়ন রুবেল। ফলে রাশিয়ার জাতীয় ঋণ অনেক পরিমানে বেড়ে যায়।
- জার সরকার বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল এবং শ্রমিকদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এই শোচনীয় পরিস্থিতির পাশাপাশি, জারবাদী কর্তৃপক্ষ যে কোনো ধরনের শ্রম সংগঠন নিষিদ্ধ করেছিল। তাদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায় হল জারতন্ত্রকে উৎখাত করা।

ফলস্বরূপ, 1905 এবং 1917 সালের বিপ্লবের সময়, রাশিয়ান শ্রমিকরা ধারাবাহিক ধর্মঘটের মাধ্যমে জারবাদের পতনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ভূমিকা : রাশিয়ার শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে জন্ম নেওয়া এবং ছড়িয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং উদার চেতনাকে ভাগ করে নিয়েছিল। তবে, পশ্চিম ইউরোপের

দেশগুলির মতো তাদের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। অন্যদিকে, পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার শিল্পায়ন ধীরগতির হওয়ায় তারা তাদের কর্মসংস্থান বা পেশাগত প্রতিভার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে অক্ষম ছিল।

ফলে ঐতিহ্যগত ব্যবস্থার প্রতি তাদের অসন্তোষ তৈরি হয়। পরে, রাশিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়, তবে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়নি। ফলস্বরূপ, তারাও ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসানে অংশগ্রহণ করেছিল।

সামাজিক কাঠামো : প্রাক-বিপ্লবী রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ। রাশিয়ান সমাজ সে সময় তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল -

- জার এবং অভিজাত সম্প্রদায়
- মধ্যবিত্ত
- কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী

জার এবং আভিজাতরা ছিল বিলাসিতার মধ্যে চূড়ান্ত, যেখানে কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণী বাস্তবে সর্বহারা ছিল। এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল মধ্যবিত্ত, যা তখন প্রায় অস্তিত্বহীন ছিল। ফলস্বরূপ, মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার অভাব, নৈতিক অবক্ষয়, মদ্যপান এবং অন্যান্য খারাপ অভ্যাস, নিরক্ষরতা ইত্যাদি শক্তিশালী আকার ধারণ করে, যা রাশিয়ান সমাজকে চূড়ান্ত পতনের দিকে নিয়ে যায়।

রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ :

- ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার অর্থনীতি পিছিয়ে ছিল। এই অর্থনীতির প্রধান উপাদান ছিল কৃষির উপর এর অত্যধিক নির্ভরতা। কৃষিতে, দীর্ঘ সময় ধরে ভূমি দাসপ্রথা থাকার জন্য নতুন প্রযুক্তি এবং অনুশীলনগুলি ব্যবহার করে উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের পর, রাশিয়ায় ধীরে ধীরে শিল্পায়ন শুরু হয়।

- তবে পুঁজির স্বল্পতার কারণে শিল্পায়নের হার শুরুতে মন্থর ছিল। পরবর্তীতে, জার **তৃতীয় আলেকজান্ডারের** শাসনকালে (1881-1894 খ্রিস্টাব্দ), তার অর্থমন্ত্রী **কাউন্ট উইটির** তৎপরতায় দ্রুত শিল্পায়ন শুরু হয়।
- রাশিয়ার শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে বিদেশী মূলধন দ্বারা। প্রথমে জার্মানি এবং পরে ফ্রান্স থেকে ব্যাপক পরিমাণ পুঁজি রাশিয়ায় বিনিয়োগ শুরু করে। জার **দ্বিতীয় নিকোলাসের** শাসনকালে, মন্ত্রী **স্টোলিপিন** ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের জমির নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে এতে সমস্যার সমাধান হয়নি। বিপরীতে, কৃষকদের সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা পাওয়ার পর গ্রামীণ জোতদার গোষ্ঠীর কাছে জমি বিক্রি করার জন্য কৃষিতে শ্রেণী বৈষম্য আরও বাড়ে।
- এই সময় শিল্প খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন হওয়া সত্ত্বেও, রাশিয়ার অর্থনীতি বিদেশী ঋণের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়ে। সৈন্যদের খাদ্য এবং রসদ সরবরাহ করতে, কোষাগার শূন্য হয়ে যায়। শহরগুলি খাদ্য ও পেট্রোলের সংকটের সম্মুখীন হয়। এদিকে, যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে নাগরিকদের ওপর করের বোঝা বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ, এই সার্বিক সংকটের মধ্যে রাশিয়ার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়।

রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ :

রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো দৃঢ়ভাবে রক্ষণশীল ছিল। চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল জার বা সম্রাটের হাতে। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মতো রাশিয়াতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভার অভাব ছিল। ফলস্বরূপ, রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় জার এর ক্ষমতাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (১৮৫৫- ৮১ খ্রিস্টাব্দ):

বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে রাশিয়ার আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যেই রয়ে গেছিল। কেন্দ্রীয় শাসনে জারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা তিনি কমান নি। শেষ অবধি তিনি মারা যান রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী নিহিলিস্ট বিপ্লবীদের হাতে।

জার তৃতীয় আলেকজান্ডার (১৮৮১ - ৯৪ খ্রিস্টাব্দ):

- তৃতীয় আলেকজান্ডার, দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের পুত্র, তার বাবার চেয়েও অনেক বেশি রক্ষণশীল এবং স্বৈরাচারী ছিলেন। "এক জার, এক গীর্জা ও এক রাশিয়া" রাশিয়ার এই মূলমন্ত্রকে সম্বল করে, তিনি সমস্ত জারতন্ত্রবিরোধী শক্তির অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদারনৈতিক প্রকল্পগুলির ব্যাপারেও তিনি উদাসীন ছিলেন। তিনি কৃষিতে সামন্ত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।
- তিনি স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত পরিষদের বদলে গ্রামের জমিমালিকদের এবং তার মনোনীত সদস্যদের নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বোপরি, তিনি পোল, ফিনস এবং ইহুদিদের মতো সংখ্যালঘুদের দমন করে রাশিয়ার বহুজাতিক সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।
- তিনি জারবাদী রাশিয়ায় বিদ্যমান অনেক জাতিগত সম্প্রদায়কে "রুশীকরন" করার একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ জমি দখলের মাধ্যমে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর রাশিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার রুশ নীতির বিরুদ্ধে ঐ সব জায়গায় বিক্ষোভ শুরু হয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস (1894-1917 খ্রিস্টাব্দ) :

জার দ্বিতীয় নিকোলাস তার পিতার মতোই, একজন সেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি

আসলে একজন দুর্বল শাসক এবং তার স্ত্রী **জারিনা আলেকজান্দ্রা**র পাশাপাশি **গ্রেগরি রাসপুটিন** নামে একজন ভণ্ড জর্জিয়ান সন্ন্যাসী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

- সম্রাজ্ঞী এবং রাসপুটিনের সম্মিলিত প্রভাব শাসন, নিয়োগ এবং এমনকি যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার শাসনকালেই, গণতান্ত্রিক দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদরা রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তার শাসনকালে একটি বড় আর্থ-সামাজিক সংকট দেখা দেয়, যা 1905 সালে একটি বিদ্রোহের জন্ম দেয়।

1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব :

- সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 3 জানুয়ারী, 1905 তারিখে ধর্মঘট শুরু করে। জারবাদী পুলিশ একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালিয়ে এক হাজারেরও বেশি শ্রমিককে হত্যা করে এবং আরও অনেককে আহত করে। এটি রক্তাক্ত রবিবার হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
- ফলে দেশজুড়ে ব্যাপক সহিংস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকদের সাথে কৃষকরা ও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। 1905 সালের জুন মাসে রাশিয়ান নাবিকরা বিদ্রোহ করে। সেই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রমিকরা। তারা দেশের বিভিন্ন অংশে "সোভিয়েত" সংগঠিত করে এবং ব্যাপক ধর্মঘট শুরু করে।
- জার দ্বিতীয় নিকোলাস অবশেষে একটি আপোষমূলক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় শাসনতান্ত্রিক .সংস্কারের চেষ্টা করেন। তিনি রাশিয়ান জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা **'ডুমা'** নামে পরিচিত। এই সভার জার আইন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ডুমারের হাতে তুলে দিতে চাননি।
- ডুমার সিদ্ধান্তে মনোনীত না হওয়ায় তিনি ডুমা ভেঙে দেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস একইভাবে পররাষ্ট্রনীতিতেও ব্যর্থ ছিলেন। 1904 সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার জাপানের কাছে পরাজয় সেই দেশের জনগণের কাছে তাঁর সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

সন্ত্রাসের শাসন : 1905 সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর, জার নিকোলাসের প্রধানমন্ত্রী পিটার স্টোলিপিন রাশিয়ায় একটি সন্ত্রাসী শাসন জারি করেন। অনেক বিপ্লবীকে সাইবেরিয়ায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। কুখ্যাত অপরাধীদের জেল থেকে বেছে নিয়ে **ব্ল্যাক হান্ড্রেড** নামে দল তৈরি করা। স্টোলিপিনের নির্দেশে তারা রাশিয়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। ফলস্বরূপ, জারবাদী শাসনের প্রতি সাধারণ জনগণের কোন ভালবাসা ছিল না।

দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের প্রভাব

ফরাসি বিপ্লবের মত রুশ বিপ্লবের সময়েও বিপ্লবের আদর্শ প্রচারে দার্শনিক এবং লেখকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। **গোর্কি, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনিভ, টলস্টয়, পুশকিন** এবং **গোগল** প্রমুখর রচনা দেশবাসীর কাছে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেছিল। নৈরাজ্যবাদী নেতা **বাকুনিনের** তত্ত্ব এবং সেইসাথে **মার্ক্সের** সমাজতান্ত্রিক মতবাদ জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-এর প্রত্যক্ষ কারণ

এই পরিস্থিতিতে জারবাদী সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করায় জনগণের ক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। সংঘাতের খরচ বহন করার অক্ষমতা সত্ত্বেও রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে রাশিয়া চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে। কৃষকদের জোর করে সৈন্যদের সাথে নিয়োগ করায়, কৃষি উৎপাদন কমে যায় এবং খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়।

ফলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হয়ে যায়। উপরন্তু, শুধুমাত্র সামরিক উদ্দেশ্যের জন্য রেলপথের ব্যবহার খনিজ উৎপাদনে একটি বড় হ্রাসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাশিয়ায় অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। একই সঙ্গে রাশিয়ার ক্রমাগত হার এবং বহু সেনার মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। সাধারণ মানুষ জারবাদী শাসনের প্রতি তীব্রভাবে বিমুখ হয়ে পড়ে।